

**ভাঙ্গিটি শিক্ষক সমিতি  
বেতনভাতা  
সম্পর্কে সিদ্ধান্ত  
প্রজ্ঞাখ্যান**

(স্ট্রীক রিপোর্টার)

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন-ভাতা সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রজ্ঞাখ্যান করেছে। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২০শে নবেম্বর সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ শিক্ষক ধর্মঘট অহরন করা হয়েছে। তবে ফেডারেশন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে অধ্যাদেশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গৃহণের ঘোষণা করে স্বগত জানিয়েছে।

৩-এব পঃ দঃ

**প্রজ্ঞাখ্যান**

(প্রথম পঃ পর)

গতকাল সন্ধ্যায় লোক বিশ্ববিদ্যালয় হলবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফেডারেশনের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দাবী সম্পর্কে শনিবার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সরকারী সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্যে এ সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়। এতে অন্যান্যের মধ্যে ফেডারেশনের সভাপতি জনাব কে এ এম সাদউদ্দিন ও মহাসচিব ডক্টর মইনুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

মহাসচিব তাল লিখিত বক্তব্যে বলেন যে প্রথম পর্যায়ে গঠিত রাষ্ট্রীয় কমিটির সুপারিশ উপেক্ষা করে পরবর্তী সচিব কমিটি ফেডারেশনের সঙ্গে কোন সমঝোতা ছাড়াই প্রেসিডেন্টের কাছে রিপোর্ট পেশ করে, আর এ রিপোর্ট পেশ করার পর শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর মইনুল ইসলাম জানান যে সরকারী সিদ্ধান্তের কোন অনুলিপি এবং সচিব কমিটির মূল রিপোর্টও কপি এখনও ফেডারেশনকে সরবরাহ করা হয়নি।

মহাসচিব বলেন গত ২০শে নবেম্বর শিক্ষকদের কাছে থেকে যৌথভাবে সরকারী সিদ্ধান্ত জানার পর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎের জন্যে ফেডারেশন গত দু দিন ধরে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেও সফল হয়নি। তিনি আরও বলেন, এর ফলে প্রেসিডেন্ট ও শিক্ষকদের মাঝে একটি দেয়াল সৃষ্টি করা হয়েছে।

ফেডারেশনের বেশিরভাগ দাবী মেনে নেয়া হয়েছে বলে যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে মহাসচিব তাকে একতরফা ও নেতিবাচক সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করে এর নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে বেতন কাঠামো সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় কমিটির সুপারিশ সরকারী সিদ্ধান্তে প্রজ্ঞাখ্যান করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষকদের বেতন ক্রম নির্ধারণ, শিক্ষক নিয়োগের শর্তাবলী ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পূর্ব-অনুমোদনের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তিনি এ সিদ্ধান্তকে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের পরিপন্থী বলে অভিহিত করেন।